



135298 - যবে ব্যক্তিতার মীকাত অতক্রিমকালে সখোন থকে ইহরাম বাঁধনে; পরবর্তীতে মদনিার মীকাত থকে ইহরাম বঁধেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কছি কছি সুদান হাজ জিদেদা থকে সরাসরি মদনিায় চলে যান। এরপর আবইয়ার আলী থকে ইহরাম বাঁধনে। সসেব হাজদিরে মদনিাবাসীর মীকাত থকে ইহরাম বাঁধা কিসহহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

আলহামদুলল্লাহ।

এক:

সুদানে অধবাসীদরে মীকাতরে ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা আছে। ইতপূর্বে নং 41978 প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়ছে।

দুই:

সুদানে অধবাসীগণ যখন জেদেদায় পঠেঁছবনে তাদরে মীকাত হবে জুহফা কথিবা ইয়ালামলামরে সমান্তরাল কোন স্থান কথিবা জেদেদা; পূর্ববক্ত প্রশ্নোত্তরে বিস্তারতি আলোচনা থকে এটাই জানা যায়। অতএব, তারা তাদরে মীকাত থকে ইহরাম বাঁধনে। তারা মদনিায় এসে আবইয়ার আলী থকে ইহরাম বঁধেছে। তদুপরি তাদরে ইহরাম সহহি। কারণ অগ্রগণ্য মতানুযায়ী যবে ব্যক্তি দুইটি মীকাত অতক্রিম করে; তার জন্য পরবর্তী মীকাত থকে ইহরাম বাঁধা জায়যে আছে। এটি হানাফী মাযহাবরে অভিমত।

কানযুদ দাকায়কে গ্রন্থে বলছেন: “যবে মদনিাবাসী যুলহুলাইফা থকে ইহরাম না বঁধে জুহফা থকে ইহরাম বঁধেছে তাতে কোন অসুবিধা নহে। অনুরূপ বিধান সবে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যবে ব্যক্তি মদনিাবাসী নয়; কিন্তু মদনিার পথ দিয়ে গমনকারী।”

আবু হানফা থকে বর্ণতি আছে যবে, তার উপর দম (পশু জবাই করা) ওয়াজবি হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় মীকাতটি যদি মক্কার সন্নকিটে হয় সক্ষেত্রেও। তবে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য। আয়শো (রাঃ) হজ্জরে জন্য যুলহুলাইফা থকে ইহরাম করতনে



এবং উমরার জন্য জুহুফা থেকে ইহরাম করতেন। যনে তিনি হজ্জেরে অতিরিক্ত ফজলিতরে কারণে অতিরিক্ত সওয়াব পতে সটো করতেন। যদি জুহুফা তার মীকাত না হত তাহলে উমরার ইহরাম সখোন থেকে বাঁধা জায়যে হত না। কারণ মীকাতরে বাইরে অবস্থানকারীদরে জন্য হজ্জ কথ্বা উমরার ইহরামরে মধ্যযে কোন পার্থক্য নহে। [তাবয়নুল হাকায়কে শারহু কানযদি দাকায়কে (২/৭)]

স্থায়ী কমটির আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি (১১/১৫৫):

জনকৈ ব্যক্তি হজ্জ করতে চান; কিন্তু মক্কাতে তার একটা প্রয়োজন আছে এবং মক্কার পর মদনাতেও তার একটা প্রয়োজন আছে। সে মীকাত পার হয়ে এসছে; কিন্তু ইহরাম বাঁধেনি। মক্কায় প্রবশে করছে; এরপর মদনীর উদ্দেশ্যে সফর করছে। মদনীর মীকাত থেকে হজ্জেরে ইহরাম বঁধেছে। তার এ আমলরে হুকুম কি?

তাঁরা জবাবে বলনে: যহেতে সে ব্যক্তি মদনীর মীকাতে গিয়ে সখোন থেকে ইহরাম বঁধে এসছে সুতরাং (পূর্ববে) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবশেরে কারণে তার উপর কোন কিছু অবধারতি হবে না। যদিও তার জন্য উত্তম ছিল তার প্রথম মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে মক্কায় প্রবশে করা”। সমাপ্ত

ফতোয়া ও গবষণা বিষয়ক স্থায়ী কমটি

আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান; আব্দুর রাজ্জাক আফফি; আব্দুল আযযি বনি বায।

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

জনকৈ ব্যক্তি জেদ্দা দিয়ে এসছে কিন্তু ইহরাম বঁধে আসনে। প্রথমে মদনায় গিয়ে মসজদি নববী য়ায়রত করছেন। তারপর মদনীর মীকাত থেকে ইহরাম বঁধেছে। তার আমলটা কি সহহি হল?

উত্তরে তিনি বলনে: এতে কোন অসুবিধা নহে। কোন ব্যক্তি যদি দেশে থেকে প্রথমে মদনায় যাওয়ার নয়িত করে আসনে। জেদ্দায় নমে জেদ্দা থেকে মদনীর উদ্দেশ্যে সফর করনে। এরপর মদনীবাসীর মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে আসনে। তাতে কোন অসুবিধা নহে। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সমাপ্ত (নং ১২১)]

আল্লাহই ভাল জাননে।